একটি মিসড খাবারের শক্তি

"যেকোনো প্রতিষ্ঠানেই বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার থাকে। আমাদের ইনস্টিটিউটে তারা ছিলেন অনুষদ সদস্য, কর্মকর্তা কর্মচারী সদস্য, ছাত্র, বোর্ড সদস্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিনিধি। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা প্রত্যাশা ছিল এবং সচেতনভাবে বা অন্যথায় তারা সমস্যা তৈরি করেছিল, যা আমি দেখেছি যে পরিচালনা করা কঠিন ছিল; ভাগ্যক্রমে সবগুলো একই সময়ে ঘটেনি", পরিচালক বলেন।

"চার বছর অধ্যক্ষ পদে থাকার পর, আমি খুশি বোধ করছিলাম; বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইনস্টিটিউটটি উন্নত হয়েছে এবং আমরা কিছু কর্মকর্তা ছাড়া সকল অংশীদারদের খুশি করছিলাম, যারা এমন পদে উন্নীত হওয়ার দাবি করছিলেন যা বিদ্যমান ছিল না এবং মিস হয়ে গিয়েছিল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের অনুরোধ সত্ত্বেও উচ্চতর স্তরের পদ সৃষ্টির কথা বিবেচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

তবে, এক সুন্দর সকালে আমরা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক ঘটনার মুখোমুখি হলাম যা আমাদের হতবাক করে দিল। আমরা নিরাপত্তা এবং গৃহস্থালির চুক্তির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। ছয় বছর আগে যে সংস্থাটি উভয় পরিষেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, তারা তিন বছর আগে নামমাত্র বৃদ্ধিতে নবায়নের জন্য সম্মত হয়েছিল, কিন্তু কর্মীরা মাসিক ক্ষতিপূরণে ৫০% বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করছিল বলে অভিযোগ, চারটি প্রধান জাতীয় দলের স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা এবং কিছু অভ্যন্তরীণ ব্যক্তির নির্দেশে। ইনস্টিটিউটের কর্মী ইউনিয়নের একজন পদাধিকারী আমাকে আগে বলেছিলেন যে "তারা আমাদের আন্দোলনে যেতে প্ররোচিত করছে"। তাই আমরা দুটি পরিষেবার জন্য দরপত্র আহ্বান করেছি, তিনি আরও বলেন।

দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল এবং এটি পরীক্ষা করে ঠিকাদারী প্রদানের জন্য সুপারিশ করার একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটি দুটি পক্ষ, S1 এবং S2, চূড়ান্ত করে আলোচনার মাধ্যমে তাদের ডাকে, যারা যথাক্রমে নিরাপত্তা এবং গৃহস্থালির জন্য সর্বনিম্ন দরপত্র দিয়েছিল। ৫ লক্ষ জনসংখ্যার একটি ছোট শহর হওয়ায়, পূর্ববর্তী সংস্থাটিতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমস্ত কর্মী ছিল। নতুন সংস্থাগুলিকেও তাদের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল কারণ শহরের বাইরে থেকে নিরাপত্তারক্ষী এবং গৃহস্থালি কর্মী আনা সম্ভব ছিল না।

সমস্যাটি ছিল যে নিরাপত্তা এবং গৃহস্থালি পরিষেবা উভয়ই বিদ্যমান জনবলের দুই-তৃতীয়াংশে কর্মী সংখ্যা কমিয়ে আনার প্রস্তাব করছিল। স্থানীয় রাজনীতিবিদদের প্ররোচনায়, চারটি ভিন্ন জাতীয় রাজনৈতিক দলের কর্মীরা মাসিক বেতন ৫০% বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিলেন (ন্যূনতম মজুরি আইনের অধীনে)। কেন্দ্রীয় সরকার একটি সার্কুলার জারি করে কেন্দ্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যয় ১০% কমাতে বলেছিল।

যদিও নিরাপত্তা পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে বিষয়টি সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব ছিল, যার তত্ত্বাবধানে ছিলেন একজন প্রাক্তন সেনা কর্নেল, কিন্তু গৃহস্থালির পরিষেবা প্রদানকারীর সাথেও বিষয়টি নিষ্পত্তি হচ্ছিল না, যার স্থানীয়ভাবে কোনও শক্তিশালী তত্ত্বাবধায়ক ছিল না। এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত এক যুবককে বাইরের ইউনিয়নগুলি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে তাকে গুরুতর পরিণতির (জীবনের হুমকি) হুমকি দেয়। বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়নি এবং প্রায় ১৫ দিন ধরে কাজ করার পরেও সে কাজে যোগ দেয়নি। ক্যাম্পাসে দুর্গন্ধ শুরু হয়; কোনও সমাধান না পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

ইতিমধ্যে, অন্যত্র কিছু সন্ত্রাসী হামলার কারণে, কেন্দ্রীয় সরকার ক্যাম্পাসে কোনও অননুমোদিত ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে না দেওয়ার পরামর্শ দেয়, যেহেতু কর্মী এখনও পরিষেবা প্রদানকারী 2 (S2) দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত হননি, তাই ইনস্টিটিউট তাদের প্রবেশপত্র জারি করতে পারেনি।

বিষয়টি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং একদিন সকালে বিষয়টি নিয়ে কাজ করা কর্মকর্তার কাছ থেকে একজন উন্মত্ত ফোন আসে, পরিচালককে জানানো হয় যে সমস্ত গৃহকর্মী প্রধান ফটকে জড়ো হয়েছে এবং ৪টি ইউনিয়ন নেতাকে সমর্থন করে জোর করে গেটে প্রবেশের পরিকল্পনা করছে, যাদেরকে জঙ্গি বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান যে ক্ষোভ এতটাই তীব্র যে আইনশৃঙ্খলার গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং ইনস্টিটিউটের সম্পত্তির ক্ষতি হতে পারে। পরিস্থিতি হঠাৎ করেই খুব ভয়াবহ এবং ভিতীকর হয়ে ওঠে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়।

S1-এর কমান্ডার পরিচালকের সাথে বসে ছিলেন এবং পরামর্শ দিলেন যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচিত অবিলম্বে "কাঁচের" ক্যাম্পাসটি বাঁচাতে দিল্লি থেকে CISF প্যারাট্রুপারদের বিমানে করে আনার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা। আমরা আমাদের মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আবদ্ধ ছিলাম কিন্তু সেদিন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের কারণে মন্ত্রী এবং কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা যায়নি। এরপর আমরা সচিব (স্বরাষ্ট্র) কে একটি ফ্যাক্স পাঠাই। মন্ত্রণালয় CISF প্যারাট্রুপার পাঠায়নি বরং রাজ্য সরকারের ডিজিপিকে জরুরিভাবে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করে। বিকেল নাগাদ এলাকার আইজিপি ক্যাম্পাসে পৌঁছে আমাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দেন, যার মধ্যে ক্যাম্পাস জুড়ে ছড়িয়ে থাকা লম্বা নারকেল গাছ এবং ঝোপের নীচে বন্দুক সজ্জিত পুলিশ ভ্যান স্থাপন করাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি আমাকে পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিরাপত্তা এবং আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি দেয়। কিন্তু কেবল এটিই সমাধান ছিল না। বন্ধ তালা ভাঙতে হয়েছিল।

নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিচালককে চারটি প্রধান ইউনিয়ন নেতার বাইরের ইউনিয়ন নেতাদের সাথে দেখা করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে বলছিলেন। পরিচালক অনিচ্ছুক ছিলেন কারণ S2 এর পক্ষে আলোচনা করার কোনও সুযোগ তাঁর ছিল না। তবে, তিনি এলাকার নাগরিক হিসেবে সমাধানের জন্য দেখা করতে প্রস্তুত ছিলেন। পরের দিন ৪টি ইউনিয়ন নেতাই দেখা করতে আসেন।

“আমরা সকাল ১১ টায় কাজ শুরু করেছিলাম এবং তিনজন দোভাষী পরিবর্তন করেছিলাম কারণ আমি স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা জানতাম না এবং তারা ইংরেজি বা হিন্দিও জানত না, যা আমি জানতাম”। ইউনিয়ন নেতারা ব্যক্তিগত চুক্তি স্বাক্ষর মেনে নিতে রাজি ছিলেন না বলে সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল, যা S2 কোম্পানির একটি আদর্শ অনুশীলন হিসাবে শর্ত দিচ্ছিল। ইউনিয়নগুলি চেয়েছিল যে আমিও গ্যারান্টি দেব যে কাউকে অপসারণ করা হবে না, যা আমি একমত হতে পারিনি। তাছাড়া, চুক্তিতে দুটি শর্ত ছিল, একটি শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য অপসারণ সম্পর্কিত এবং আরেকটি শর্ত ছিল যে, প্রয়োজনে কিছু অতিরিক্ত কর্মীকে শহরের S2 এর অন্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করা উচিত। আমি তাদের কোনওটিই বাদ দিতে রাজি ছিলাম না, কারণ এই বিষয়ে আমার কোনও অবস্থান ছিল না” পরিচালক বলেন।

৩ ঘন্টা ধরে এই অচলাবস্থা চলতে থাকে এবং দুপুর ২ টায় আমার অফিস সহকারী আমাকে দুপুরের খাবারের সময় শেষ হওয়ার কথা মনে করিয়ে দেন। আমি তাকে অপেক্ষা করতে বলি। বিকেল ৩ টায় তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন এবং অফিসে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেন। বিকেল ৪ টায় ইউনিয়ন নেতারা আমাকে দুপুরের খাবার খেতে বলেন। বিকেল ৫ টায় তারা আবার জিজ্ঞাসা করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি তারা খেয়েছে কিনা। তারা হ্যাঁ উত্তর দেয়। ৫.৩০ টায় তারা আবার অনুরোধ করে। আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। "৪০ জন কর্মী যারা ৬ বছর ধরে ইনস্টিটিউটে কাজ করেছেন তারা দুপুরের খাবার খাননি, আর তোমরা যারা তাদের প্রতিনিধিত্ব করার ভান করছো তারা সবাই দুপুরের খাবার খেয়েছো। আমি কীভাবে খাবার গিলে ফেলব? আমি এটা করতে পারব না" পরিচালক বললেন।

সন্ধ্যা ৬ টায়, চার নেতাই হাল ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, "আমরা সবকিছুতেই একমত। আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি, কিন্তু একটি অনুরোধ করতে চাই। দয়া করে কর্মীদের সাথে দেখা করুন এবং তাদের বলুন যে S2 এর প্রস্তাবিত জনবল হ্রাসের জন্য তাদের এখনই বরখাস্ত করা হবে না। তারা সকলেই পৃথক চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন। ক্ষতিপূরণ ৫০% বৃদ্ধির দাবিও প্রভাবিত হবে না। তাদের সকলের আপনার উপর আস্থা আছে। দয়া করে কোনও প্রশাসনিক কর্মীকে বলবেন না। এবং দয়া করে দুপুরের খাবার খান"। আমি কর্মীদের সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছি কিন্তু স্পষ্ট করে বলেছি যে আমি কেবল পরিষেবা প্রদানকারীকে তা না করার জন্য অনুরোধ করব" পরিচালক বললেন।

পরের দিন সকাল ৮টায় (রাত ৯টায় অফিস খোলার আগে), সকলে ইনস্টিটিউটের পাশের নতুন ডাইনিং হলের উপরের তলায় জড়ো হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করে প্রত্যেকে সিকিউরিটি পাস সংগ্রহ করে, এক কাপ চা খেয়ে, রাত ৯টায় ইনস্টিটিউট অফিস খোলার সাথে সাথে আবার কাজে যোগদান করে।

"আমি কখনোই বুঝতে পারিনি যে গুলি এবং বন্দুকের বিকল্প হিসেবে খাবার মিস করার শক্তি কত? কিন্তু এখন কল্পনা করতে পারি গান্ধীজির "অনশন" ভারতের স্বাধীনতায় অবদান রাখার শক্তি", তিনি উপসংহারে বলেন।

প্র: ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে এটি কতটা এবং কোন পরিস্থিতিতে এখনও কাজ করতে পারে?